১৫-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণেরা, বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেতে চাইলে, পুরোপুরি বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা কিসের প্রস্তুতি করছো ? তোমাদের পরিকল্পনাই বা কি ?

উত্তর :- অমরলোকে যাওয়ার প্রস্তুতিতে আছ তোমরা। ভারতকে স্বর্গ বানাবার পরিকল্পনা তোমাদের। তাই তো তোমরা তন - মন - ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানাবার সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছো। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী তোমরাই। অহিংসার শক্তিতেই তোমাদের নতুন রাজধানী স্থাপিত হতে চলেছে। অপরদিকে জগতের লোকেরা তো বিনাশের নিমিত্তে নিত্য-নতুন কত কি পরিকল্পনা করে চলেছে।

গীত :- মাতা, ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা।

ওঁম্ শান্তি! তোমরা কাদের মহিমা শুনলে। দুই মাতার। প্রথমতঃ বাবার মহিমা, যিনি নিরাকার মাতা-পিতা। একমাত্র ওনারই এই মহিমা আছে। তুমিই মাতা এবং পিতাও তুমি - সেক্ষেত্রে আবার তিনি যদি পিতা হন, মাতাও অবশ্যই তিনি। তোমরা তো জানো, পরমপিতা পরমাত্মার সৃষ্টি রচনাকালে মাতারও আবশ্যকতা আছে। এদিকে পরমাত্মা পরমপিতা বাবাকেও এখানে আসতেই হয়, কোনও সাধারণ শরীরের আধারে। এই কারণেই তো শিবজয়ন্তী বা শিবরাত্রির মহিমাও প্রচলিত আছে। আর এই কারণেই পরমপিতা পরমাত্মাকে অবতার হতে হয় অবশ্যই। - কিন্তু কেন ? অবশ্যই তা নতুন রচনা রচবার জন্য আর পুরোনো রচনার বিনাশের জন্য। এই ব্রহ্মার দ্বারাই সৃষ্টির নতুন রচনা রচিত হয়। লৌকিকের এই বাবাই জাগতিক ব্রহ্মা। উনি ওনার স্ত্রীর দ্বারা সংক্ষিপ্তে জাগতিক রচনার সৃষ্টি করেন। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র ওনাদের বাচ্চারাই ওনাদেরকে মাতা-পিতা বলে ডাকবে। কিন্তু সবাই তো আর এমন বলবে না- তুমিই আমাদের মাতা-পিতা আর আমরা সবাই তোমার সন্তান ! যেহেতু এখানে এত বিশাল সংখ্যক বাচ্চার প্রশ্ন, যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক অনেক বাচ্চা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রাহ্মণ-কুল অথবা ব্রাহ্মণ-বর্ণকে এই বেহদের বাবাই রচেন, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা। তাদের এই বিশেষ জন্ম হয় ব্রহ্মার মুখের দ্বারা। যেখানে সাধারণ বা পতিত জন্ম হয় জাগতিক মা-বাবার দ্বারা অর্থাৎ যারা কোলের বাচ্চা। তাই এই সাধারণ মা-বাবার কোনও মহিমা কীর্তন করা যায় না। এই মহিমা কীর্তন করা হয় কেবলমাত্র বেহদের মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে। গীত-গাঁথাতেও আমরা বলে থাকি যে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা, তুমি এসেই আমাদেরকে নিজের করে নিয়েছেন। যার ফলে আগামী ২১ জন্ম স্বর্গের অফুরন্ত সুখে থাকবো আমরা। অতএব সেই সম্পর্কে ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা তোমরা শিববাবার নাতি-নাতনী-ই তো হবে। যেমন জগদম্বা সরস্বতীও ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী।
ভারতের গীত-গাঁথাতেও আছে, তুমি আমাদের মাতা-পিতা। সেক্ষেত্র তো অবশ্যই দরকার জাগতিক মাতা-পিতার। অর্থাৎ জাগতিক মাতা ও জাগতিক পিতা, এবং জগৎ পিতাকেও। ওনার মুখের কথাতেই তো তোমরা দত্তক সন্তান বা ধর্ম-সন্তান হও। কিন্তু আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো কেবল এই এক ও একমাত্র শিববাবার থেকেই, যা এই ব্রহ্মা বাবার থেকে মোটেই নয়। শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার শরীরে প্রবেশ করেন। তাই ব্রহ্মাবাবাকে মা বলা হয়। আর উত্তরাধিকারের আশীর্ব্বাদী-

বর্সা তো আর মায়ের থেকে পাওয়া যায় না। সর্বদাই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় বাবার থেকেই। তোমরাও বর্সা পেয়ে থাকো সেই বেহদের বাবার থেকেই। ভক্তি মার্গের গীত-গাঁথার মহিমাতে যেভাবে ওনাকে ডাকা হয়, তার ফলে শিববাবাকে তো অবশ্যই আসতে হয়। যেখানে বাবার বাচ্চারা এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। দুঃখধামের পরেই আবার সুখধাম আসে। স্বর্ণযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ হচ্ছে সতোপ্রধান, সম্পূর্ণ সুখের যুগ। ত্রেতাতে তা কিছুটা, ২ কলা কমে যায়। এইভাবে দ্বাপর ও কলিযুগে, যা ক্রমান্বয়ে কমতেই থাকে। আর অবিনাশী সৃষ্টিচক্রও ক্রমাগত একই ভাবে ঘুরতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানতে পেরেছো, বেহদের এই বাবাই সেই স্বর্গের রচয়িতা। তাই রচনার নিমিত্তে, ব্রহ্মার জন্য, প্রথমেই ওনাকে রচনা করতে হয়- অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম-বতনকে। যেহেতু ব্রহ্মা অপরিহার্য। আবার এই ব্রহ্মাকেই শিববাবা পোষ্য নেন। ব্রহ্মাকে এমনও বলেন, "তুমি তো আমারই" (রচনা)। ব্রহ্মাও জানান, "বাবা আমি অবশ্যই আপনার"। অর্থাৎ ব্রহ্মার তা অলৌকিক জন্ম, যা শিবের দ্বারা। এই প্রকারের তিন পুত্র (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর) শিববাবার। এদের তিন জনেরই চরিত্র ও কর্ম-কর্তব্য ভিন্ন প্রকারের। বর্তমানের এই ব্যক্ত জাগতিক ব্রহ্মাও পরে অব্যক্ত ব্রহ্মায় পরিণত হন। তোমরাও তেমনি এখন যেমন ব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান হয়েছো, তেমনি ভবিষ্যতেও অব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। যা অতি গভীর রহস্যের ব্যাপার। প্রকৃত অর্থে পরমপিতা পরমাত্মাই এই জাগতিক বিশ্বের রচয়িতা। জাগতিক দুনিয়ায় সর্ব-প্রথম রচিত হয় স্বর্গের। অতএব স্বর্গের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা তো একমাত্র শিববাবার থেকেই পাওয়া যায়। এখন তো আমরা নরকেই বাস করছি। আশীর্ব্বাদী-বর্সা তো তখনই পাবো, যদি উনি আমাদেরকে দত্তক-সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবেন। বাবা স্বয়ং তা বলছেন, "এখন আমি তোমাদের রচনা করছি।" ৫ হাজার বছর পূর্বেও ঠিক এমনি ভাবে এসেই, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা করিয়েছিলাম। এই যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, তা কেবল ব্রাহ্মণেরাই তার সফল রূপ দিতে পারে। আর তোমরা হলে সেই ব্রাহ্মণ, যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী সন্তান। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো পতিত ও বিকার সংস্কারের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে, প্রকৃত অর্থে যাদেরকে ব্রাহ্মণ বলাই যায় না। ব্রাহ্মণ তারাই, যারা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট ও পোষ্য সন্তান, অর্থাৎ মুখ-বংশাবলী। তোমরাই এখন সেই মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। যেহেতু, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ব্রাহ্মণদের। কিন্তু কিভাবে এরা ব্রাহ্মণে পর্যবেশিত হলো ? যেখানে বর্তমান দুনিয়ায় সবাই এখানে শূদ্র বর্ণের। তোমাদেরকেই সেই শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেন এমনটা শূদ্রের পদতল থেকে ব্রাহ্মণের মাথার শিখায় (টিকি/চৈতন্য)। তোমরাই আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হবে। এই ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রকৃত আদি সনাতন দেব-দেবী হবার জন্য। অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়। তোমাদের আগামী ২১ জন্ম হবে দেবী-দেবতা রূপে। এই এক বা দেড় জন্ম কেবল ব্রাহ্মণ জন্ম হয়ে থাকে। কারণ যে জ্ঞাণ ধারণকারী সংস্কারী বাচ্চা, শরীর ছেড়ে চলে যায়, সে ফিরে এসে আবার যাতে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই তো বাবা এত করে বুঝিয়ে বলছেন- "বাচ্চারা, যদি তোমরা স্বর্গের অধিকারী হতে চাও তো, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে তোমাদের।" ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা পাঁকে নিমজ্জিত ছিলে, কতই না দুঃখ-কষ্টে কেটেছে তোমাদের। যা ঘটেছে কেবল তোমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীদের ক্ষেত্রে। যখন সুখের দিন আসবে, তখন কিন্তু এমন হবে না যে, সব ভারতবাসী-ই সুখী হয়ে যাবে। যদিও ভারতেও কেউ কেউ বিশাল সম্পদশালী বিত্তবানও আছে। এমনই একজন এসেছিল, যদিও সে কোটীপতি, কিন্তু সে তার হাত-পা নিজে নাড়াতেও পারত না। তা কি কম দুঃখের। দুনিয়াতে একজনও দুঃখী থাকলে, সেই দুনিয়াকে অবশ্যই দুঃখধামই বলা হবে। সত্যযুগে একজনও কেউ দুঃখী থাকে না। এই ভারতই একদা সে রকমই সুখধাম ছিল। কিন্তু কে করেছিল সেই স্বর্গের রচনা ? - অবশ্যই এই বাবা-ই।

আমরা বাবার বাচ্চারাই তার অধিকারী। ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা অবশ্যই সেই স্বর্গ-রাজ্যেই ছিলাম। অন্যেরা তো তা বলেই থাকে, যীশু-খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে, ভগবান এসে গীতা শুনিয়েছিলেন। তবে ৫ হাজার বছর সঠিক হলো তো। যীশু-খ্রীস্টের সময় থেকে ২ হাজার বছর আর তার পূর্বের ৩ হাজার বছর। অতএব হিসাব অনুযায়ী ভগবান আবার এসেছেন গীতা শোনাতে। প্রকৃত অর্থে দেবতা ধর্ম এখন প্রায় বিলুপ্ত। বাচ্চারা, তোমরা হলে প্রকৃত পাণ্ডব, যাদের সহায়ক ছিলেন গীতার ভগবান স্বয়ং। আসলে তিঁনি নিরাকার। শাস্ত্রেও রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যা বাস্তবে শিবরাত্রি বা শিব-জয়ন্তী। রুদ্র জয়ন্তী বা রুদ্র রাত্রি কখনই বলা হয় না কিন্তু। তবে সেক্ষেত্রে শিবরাত্রি কেন বলা হয় ? যেহেতু বর্তমান সময়কালটা বেহদের রাত্রি। যা ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে - তাই না! বাবা বলছেন- "আমি আসি কেবল বেহদের রাতের সময়কালে। এর পরেই আবার দিনের প্রকাশ আসবে। আমার জন্ম প্রাকৃতিক মানুষদের মতন হয় না। কৃষ্ণ তো তার মায়ের গর্ভ-মহলেই জন্ম নেয়। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, একমাত্র অলৌকিক মাতা-পিতার থেকেই সেই অফুরন্ত স্বর্গ-সুখ পাওয়া যায়। দুনিয়ার লোকেরা তো জানেই না সুখ-পাখী কাকে বলে (পূর্বে যা সোনার ভারত নামে খ্যাত ছিল) আর নরকও বা কাকে বলে। তোমরা তো এখানে পাঠ পড়তে এসেছো। তাই শ্রীমতকে অনুসরণ করে চলবে অবশ্যই। শ্রীমত অনুসারে চলতে পারলেই তোমরাও স্বর্গের শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের মতন হতে পারবে। সত্যযুগের অধিকারী যারা হবে, কলিযুগের অন্তিম পর্বে অবশ্যই তাদের ৮৪ জন্মের অন্তিম জন্ম হবে। তবেই তো এই সময়ে রাজযোগের পাঠ পড়তে পারবে। একজন বা দুজন নয়, সমগ্র সূর্যবংশী ঘরানার সবাই এই রাজযোগ শিখবে। এখন যারা এসে এই অলৌকিক বেহদের বাবার থেকে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীর রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিচ্ছে।" বাবা আরও বলছেন- "এখন তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, পবিত্র থাকার। যেহেতু আমি সেই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনের শুরু করেছি। ৬৩ জন্ম তোমরা অপবিত্র পতিত ছিলে, তাই তো তোমারা এত দুঃখ-কষ্টে ছিলে। কিন্তু স্বর্গে তো তোমরা অফুরন্ত সুখে ছিলে। বর্তমানের এই কানা-কড়ির ভারত আবারও হীরে-তুল্য ভারতে পরিগনিত হবে। একমাত্র এই বাবা, যিনি জানাচ্ছেন-"আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি।" বেহদের বাবা আরও জানাচ্ছেন- "তোমাদের এই অন্তিম জন্মে, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।" বিষের পরিবর্তে অমৃত পান করতে হবে এই অলৌকিক মাতা-পিতার কাছ থেকে। কামাগ্নির চিতাকে বর্জণ করে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই বাবার এই শ্রীমত পাচ্ছো তোমরা। বাবার এই বর্সার প্রতি আগ্রহ নেই যাদের, তারা বিষকে ছাড়তেই চায় না, তাই বাবাকে বলে- বাবা, বিষকে ছাড়া যে বড়ই কঠিন ব্যাপার। বাবা জানান- "আরে, যেখানে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য অফুরন্ত সুখ-শান্তির প্রাপ্তি, তার জন্যও বিষ ছাড়তে পারো না ? ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদির দ্বারা তো কেবল জাগতিক সুখই পাওয়া যায়। কিন্তু অলৌকিক বাবার এই বেহদের সুখ-তা তো কেবল এই বেহদের বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। বাবা জানাচ্ছেন, উনি জগতের সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধারকর্তা। শিববাবার কর্ম-কর্তব্য ও গুনাবলী না জানার কারণে তারা কেউ সদ্গতি পায় না। সে কারণে তারা ঘরেও ফিরতে পারে না। তাদের যদি বাবার ঘরের রাস্তা জানা থাকত, তবে তো তারা সেখানে পৌঁছে আবার এখানে আসতেই পারতো -তাই না। সবাইকেই পুনঃজন্ম তো নিতেই হয় এবং সতো, রজো ও তমো-তে আসতেই হয়। বর্তমানের এই দুনিয়াটা মিথ্যা মায়া আর মিথ্যা কায়ার। যে কেউ-ই ধর্ম স্থাপন করে, তার নামেই শাস্ত্র বেড়িয়ে যায়, এবং সেই নাম অনুসারে তারাও পরিচিতি লাভ করে। সেই শাস্ত্রকে আবার ধর্ম-শাস্ত্রও বলা হয়। আচ্ছা, যীশুখ্রীষ্ট যখন এসেছিলেন, তখন তিনি কি করেছিলেন ? উনি নিজে যেমন এসেছিলেন, ওনার পরে পরেই ওনার

ধর্মের অনুসরণকারীরাও এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধিও হয়েছে। এখন আবার অন্য ধর্মের লোকেরাও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করছে। আর হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বেশী সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হয়েছে। যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে জানে না। তোমাদের মধ্যে সঠিক ধারণা এসেছে যে, তোমরাই দেবতা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও কিন্তু এখন এই পাঠই পড়ছে। যেহেতু এটা সঙ্গমকাল, তাই সবকিছুই একত্রে মিশ্রিত হয়ে আছে। শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি যা কিছুই আছে, তা সবই ভক্তি মার্গের। জ্ঞানসাগর তো কেবল একজনই-পরমপিতা পরমাত্মা, যার দ্বারা সবারই সদ্গতি হয়। সত্যযুগের লোক সংখ্যা থাকে খুবই কম। বাদ বাকী যারা তারা তাদের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। তখন তারা পাবে শান্তি আর তোমরা পাবে সুখ। তোমরা এখন সেই পাঠই পড়ছো, যার দ্বারা অপার সুখ ভোগ করা যায়। সে সেরকমই পুরুষার্থ করে, যা কল্প পূর্বেও যেমনটা করেছিল। যারাই ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তারাই স্বর্গে যাবার অধিকারী হবে। যদিও তা পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। দেবী-দেবতা ধর্মে কলমের চারাগাছ লাগছে সবে। কল্প পূর্বে যারা যে ক্রম অনুসারে এসেছিল, তারাই আবার সেই হিসাবেই আসবে। এই অবিনাশী নটকই তোমাকে উজ্জীবিত করিয়ে, সে অনুপাতেই পুরুষার্থ করিয়ে নেবে। বর্তমান সময়ে সবাই নির্বুদ্ধি ও হতবুদ্ধি হয়ে আছে। সত্যযুগে সবাই খুব দৈববুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান হয়। তাই তো সেখানে রাজা যেমন দৈবীবুদ্ধিসম্পন্ন হয় প্রজারাও তদ্রুপ।

তোমরা এখন হলে পাণ্ডব সেনা। বাবার সাহায্যে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করছো। স্বর্গ-রাজ্য রচনার পরিকল্পনাও করছো। অমরলোকে যাবার প্রস্তুতিও করছো। এছাড়া অন্যান্য যারা, তারা যে সব পরিকল্পনা করছে, তা তাদের নিজেদেরই বিনাশের লক্ষ্যে। একমাত্র তোমরা বি কে রাই অহিংসক। বাকীরা সবাই হিংসক। হিংসকরা একে অপরের সাথে লড়াই করতে করতেই শেষ হয়ে যায়। যাকে বলা যায় ক্রন্দনের জয়-জয়কার। বাচ্চারা, তোমরা এ সবই জানো, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, কল্প পূর্বে যারা প্রথমে এসেছিল, তারাই প্রথমে আসবে, তারপর ধীরে ধীরে তার বৃদ্ধি হবে। কেউ কেউ আবার বাবার বাচ্চা হয়েও বাবাকে ত্যাগ করে চলে যায়। বাবা তাদেরও বুঝিয়ে থাকেন, তোমরা যদি শ্রীমত অনুসারে চলতে পারো, তবেই তো তোমরাও সূর্যবংশী মহারাজা বা মহরাণী হতে পারবে। যদিও এতে কঠিন পুরুষার্থের প্রয়োজন। জগতের শাস্ত্রবিদেরা কত ভাবেই তো কত প্রকারের শাস্ত্র-কথা শোনায়। বহুকাল ধরে তোমরা তা শুনেও আসছো। আর তা শুনতে শুনতে ক্রমেই তোমরাও নরকবাসীতে পর্যবেশিত হয়েছো। তোমাদের গুণ, শক্তি ও (কলা) দিব্যগুণের মাত্রাও একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। জগত সংসারের লোকেরা যদিও বলে 'পতি পরমেশ্বর', পতিকে আবার গুরুও বলা হয় (পতি পরম গুরু)। এ ভাবেই তো নিজেদের দিব্য-গুণের মাত্রা যেমন কমেছে, তেমনি জগৎ-সংসারও তমোগুন সম্পন্ন হয়ে পড়েছে। আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে এ সবই বোঝাচ্ছেন তাদের বাবা পরম-আত্মা। বাবা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ৮৪-জন্মের চক্রে, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। অতএব নিজেরা এখন দেহী-অভিমানী হও আর কেবল আমাকেই স্মরণ করো। - আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্মণ হয়ে, এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞের সুরক্ষা করতে হবে। আর তার সাথে অব্যক্ত হবার লক্ষ্যে এরূপ পুরুষার্থ করতে হবে, যেভাবে ব্যক্ত ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হতেন।

২) আগামী ২১ জন্ম সুখী হবার জন্য, বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে- এই জন্মেই তোমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হবেই। কামাগ্নির চিতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। বাবার শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে।

বরদান :- ঈশ্বরীয় সহানুভূতি দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ আত্মা হয়ে সদাকালের সম্পত্তিবান হও।

বিস্তার :- বর্তমান বিশ্বে ধন-সম্পদের বিত্তবান তো অনেকেই, কিন্তু সবকিছুর চাইতে বেশী আবশ্যক সহানুভূতির সম্পত্তি। গরীব-ই বলো আর বিত্তবাণ ধনীই বলো- আজ আর কারও কাছেই সেই সহানুভূতিটাই নেই। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের কাছে তো সেই মহা মূল্যবান সহানুভূতির সম্পত্তি আছে। অতএব অন্যদের যদি আর কিছু নাও দিতে পারো, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট তো করতে পারবে ! ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত হবার কারণে, তোমার এই ঈশ্বরীয় সহানুভূতি দ্বারা অন্যের তন, মন ও ধনের আবশ্যকতাও পুরো করতে পারবে।

স্লোগান :- প্রত্যেক কার্যেই সাহসকে সহযোগী করে নিলে, সফলতা অবশ্যই আসবে।